আন্তর্জাতিক সর্পদংশন সচেতনতা দিবসে দামুড়হুদায় র্যালি ও আলোচনা সভা

‘দ্রুত ব্যবস্থা নিন, জীবন বাঁচান’—এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সর্পদংশন সচেতনতা দিবস-২০২৬।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (DGHS), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় এবং বাংলাদেশ সোসাইটি অব ইনফেকশাস অ্যান্ড ট্রপিক্যাল ডিজিজেসের সহযোগিতায় দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দামুড়হুদার উদ্যোগে বিভিন্ন কর্মসূচি আয়োজন করা হয়।

শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সম্মেলনকক্ষে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে সর্পদংশন বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহাঃ মশিউর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মহিব্বুল্লাহ, মেডিকেল অফিসার ইজাজ সিদ্দিকী তন্ময়, মেডিকেল অফিসার নাবিদ শাহরিয়ার, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নিয়ামত আলীসহ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

এছাড়া জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও স্থানীয় সুধীজন উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ সর্পদংশনের শিকার হন। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় সচেতনতার অভাব, ওঝা-কবিরাজের ওপর নির্ভরশীলতা এবং হাসপাতালে পৌঁছাতে বিলম্বের কারণে অনেক ক্ষেত্রে প্রাণহানি ঘটে। সর্পদংশনে মৃত্যু ও দীর্ঘমেয়াদি অক্ষমতা কমাতে দ্রুত চিকিৎসা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জনসচেতনতা বাড়ানো জরুরি।

সভায় সর্পদংশনের পর করণীয়, প্রাথমিকভাবে কী ব্যবস্থা নিতে হবে, দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার গুরুত্ব এবং প্রচলিত কুসংস্কার পরিহারের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

দামুড়হুদায় অগ্নিকাণ্ডে নিঃস্ব সোনাজুলের পরিবার: পাশে দাঁড়ালেন ইউএনও

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের তারিনীপুর গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে একটি পরিবারের সারা জীবনের সঞ্চয় ও সহায়-সম্বল পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আজ শনিবার সকাল ১০টার দিকে ক্ষতিগ্রস্ত সোনাজুলের বাড়িতে সশরীরে উপস্থিত হয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) লাভলী ইয়াসমিন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ান। এ সময় তিনি পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শনিবার রাত ২টার দিকে তারিনীপুর গ্রামের আব্দুল ওদুদের ছেলে সোনাজুলের বাড়িতে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে হঠাৎ আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা পুরো ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণের ভয়ে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হলেও আগুনের তীব্রতায় ঘরের কোনো মালামালই রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

আগুনের খবর পেয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছুটে আসেন। ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি আসার আগেই প্রতিবেশীরা সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। গ্রামবাসীর তৎপরতায় আগুন আশপাশের বাড়িতে ছড়িয়ে পড়া থেকে রক্ষা পায়।

অগ্নিকাণ্ডে সোনাজুলের পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। আগুনে ঘরের আসবাবপত্র, মজুত করা খাদ্যশস্য, পরিধেয় বস্ত্র ও লেপ-তোশক পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এ ছাড়া ঘরে থাকা নগদ টাকা ও অন্যান্য

মূল্যবান জিনিসপত্র হারিয়ে পরিবারটি এখন খোলা আকাশের নিচে অবস্থান করছে।

সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক সহায়তা হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লাভলী ইয়াসমিন সোনাজুলের হাতে শুকনো খাবার, নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী ও আর্থিক সহযোগিতা তুলে দেন। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুত ইউএনও কার্যালয়ে লিখিত আবেদন করার পরামর্শ দেন, যাতে সরকারি তহবিল থেকে তাদের আরও বড় ধরনের পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করা যায়।

প্রশাসনের এই দ্রুত পদক্ষেপ ও ব্যক্তিগত সহমর্মিতায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন সোনাজুলের পরিবারের সদস্যরা। তারা এই দুঃসময়ে পাশে দাঁড়ানোর জন্য ইউএনও, সাংবাদিক ও গ্রামবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দামুড়হুদায় গাঁজাসহ যুবক আটক, ৩ মাসের কারাদণ্ড

দামুড়হুদায় ৩ গ্রাম গাঁজাসহ নাজমুল হোসেন (৩০) নামে এক যুবককে আটক করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে তাকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য আদালতে সোপর্দ করা হলে

বিজ্ঞ আদালত তাকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন। শুক্রবার তাকে চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়।

গ্রেপ্তার নাজমুল হোসেন দামুড়হুদা পুরাতন বাজারপাড়ার মৃত আবুল হোসেনের ছেলে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে ১৭

সেপ্টেম্বর রাত ১১টার দিকে এসআই মাহবুল হক বিশেষ অভিযান পরিচালনা করছিলেন।

এ সময় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, দামুড়হুদা থানাধীন খানপাড়া গ্রামের বটতলা এলাকায় কুলসুমের চায়ের দোকানের সামনে রাস্তার ওপর একজন ব্যক্তি গাঁজা ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছেন। পরে পুলিশ সেখানে অভিযান চালিয়ে দামুড়হুদা পুরাতন বাজারপাড়ার মৃত আবুল হোসেনের ছেলে নাজমুল হোসেনকে আটক করে।

উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে তার দেহ তল্লাশি করে পরিহিত প্যান্টের সামনের ডান পকেট থেকে সাদা কাগজে মোড়ানো ৩ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে বিধি মোতাবেক জব্দ তালিকার মাধ্যমে গাঁজাটি জব্দ করে তাকে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ।

পরবর্তীতে আসামিকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সংক্ষিপ্ত বিচার আদালত) আদালতে উপস্থাপন করা হলে বিজ্ঞ আদালত তাকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১ হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অনাদায়ে আরও ৭ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, ‘গাঁজাসহ একজনকে গ্রেপ্তার করে গতকালই চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রয়েছে।’

দামুড়হুদা কালিয়াবকরি ১৫ কাঠা শিম গাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলার কালিয়াবকরি গ্রামের হারুন অর রসিদের ১৫ কাঠা জমির ফলন্ত শিম গাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। গত মঙ্গলবার রাতে কালিয়াবকরি গ্রামের দোয়ার মাঠে এই শিম গাছ কেটে দেয়।

পরে আজ বুধবার বেলা ১২টার দিকে হারুন অর রসিদ বাদি হয়ে ৩ জনের

নাম উল্লেখ করে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগ সৃত্র থেকে জানাযায়,দামুড়হুদা উপজেলার কালিয়াবকরি গ্রামের মৃত খোদাবক্স মন্ডলের ছেলে হারুন অর রসিদ দোয়ার মাঠে ১৫ কাঠা জমির ফলন্ত শিম গাছ লাগায়।শিম গাছগুলি ফুলে ফুলে ভরে গেছে। শিম বিক্রয়ের সৃয় চলে এসেছে এমন সময় রাতের আধারে কে বা কাহারা ১৫ কাঠা জমির ফলন্ত শিম গাছ কেটে দিয়েছে।এতে প্রায় ২ লক্ষ ৫০হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে জানায় জমির মালিক।

এই মর্মে হারুন অর রসিদ বাদি হয়ে কালিয়াবকরি গ্রামের মজিবর,আজিমউদ্দিন, আঃ রহমানসহ অজ্ঞাত ৪/৫ জনের নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগে আরোও উল্লেখ করে যে একই রাতে জমিতে থাকা জনৈক বকুল এর ইঞ্জিন চালিত স্যালো মেশিন পুড়িয়ে দিয়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করিয়াছে, যাহার ক্ষতির পরিমান ৭হাজার- টাকা হইবে।

হারুন অর রসিদ বলেন শত্রুতামূলকভাবে আমার ১৫ কাঠা জমির ফলন্ত শিম ক্ষেত ও স্যালো মেশিনের এই ক্ষয়-ক্ষতি করিয়াছে।

এ দিকে কালিয়াবকরি গ্রামের মজিবর বলেন,আমার চাচাতো ভাইয়ের স্যালো মেশিন খোলা যাচ্ছিল না। তাই আমার চাচাতো ভাই আগুন ধরিয়ে হুজপাইপ খুলেছে।এখানে মেশিন পুড়ানো কোথায় পেলো।আমার মত লোক ওর শিম গাছ কাটতে যাব এ লজ্জা রাখবো কোথায়।

হারুনরা নিজের শিম গাছ নিজে কেটে আমাদের দোষারোপ করছে।এটা একেবার মিথা কথা। জমি জায়গা নিয়ে আমার সাথে বিরোধ চলছে তাই মিথ্যা বদনাম রটাচ্ছে।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি শেখ মেজবাহ উদ্দিন বলেন, শিম কাটার একটি অভিযোগ পেয়েছি তদন্ত-পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে দ্বিতীয় পর্যায়ে বনজ গাছ বিতরণ

“সবুজ হোক আমাদের পরিবেশ, বাঁচুক আমাদের আগামী প্রজন্ম” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ হাজার ২০০টির বেশি বনজ গাছ বিতরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের আয়োজনে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বর থেকে বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রতিনিধিদের হাতে এসব গাছ তুলে দেওয়া হয়।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং ইউনিয়নের বিভিন্ন গোরস্থান সবুজায়নের লক্ষ্যে গাছগুলো বিতরণ করা হয়। গাছের পাশাপাশি চারা সংরক্ষণ ও রোপণের সুবিধার্থে বাঁশের খুঁটি এবং প্লাস্টিকের টিউব পাইপও বিতরণ করা হয়েছে। হাউলী ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের গোরস্থানগুলোতে এসব বনজ গাছ রোপণ করা হবে।

আয়োজকরা জানান, শুধু গাছ বিতরণ করাই নয়, গাছগুলো যাতে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠে, সেজন্য রোপণের পর নিয়মিত পরিচর্যার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। গোরস্থানগুলোতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে একদিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা হবে, অন্যদিকে এলাকাগুলোও হয়ে উঠবে সবুজ ও মনোরম।

গাছ বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, ইউপি প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি সলেমান মল্লিক, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ওয়াহিদুজ্জামান, ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, শাহজামাল ও রিকাত আলীসহ বিভিন্ন গোরস্থানের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা।

উল্লেখ্য, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার “৫ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ” কর্মসূচি সফল করার লক্ষ্যে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

দামুড়হুদায় ইয়াবাসহ দুইজন গ্রেপ্তার, সামারি ট্রায়ালে সাজা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় ১ পিস ইয়াবাসহ একজন এবং ইয়াবা সেবনের অভিযোগে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ। পরে তাদের চুয়াডাঙ্গার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সংক্ষিপ্ত বিচারের জন্য উপস্থাপন করা হলে আদালত দুজনকেই ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড দেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও এক দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ রুহুল কবীর খানের সার্বিক দিকনির্দেশনায় এবং দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে গত রোববার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

রাত সাড়ে ১১টার দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই মাহবুল হক ডুগডুগি বাজার এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনাকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, ডুগডুগি গ্রামের কবিরের ইলেকট্রনিক্স দোকানের ভেতরে কয়েকজন মাদক সেবন করছেন।

পরে রাত আনুমানিক ১১টা ৪০ মিনিটে পুলিশের একটি দল সেখানে অভিযান চালিয়ে জয়রামপুর মালিথাপাড়ার ঠান্ডু রহমানের ছেলে শিপন (২৫) এবং জয়রামপুর গাতীরপাড়ার মৃত আব্দুল মালেকের ছেলে রানা হোসেনকে (২৮) আটক করে।

এ সময় উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে দেহ তল্লাশি করে শিপনের কাছ থেকে ১ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। অপরদিকে, রানা হোসেনকে ইয়াবা সেবনের অভিযোগে আটক করা হয়।

পুলিশ পরে তাদের থানায় নিয়ে যায়। এরপর সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে বিচারের জন্য চুয়াডাঙ্গার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সংক্ষিপ্ত বিচার আদালতে উপস্থাপন করা হলে বিজ্ঞ আদালত উভয়

আসামিকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা অর্থদণ্ড দেন। অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও এক দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, মাদকসহ দুইজনকে গ্রেপ্তার করে চুয়াডাঙ্গার বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাদের ১৫ দিনের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড প্রদান করেছেন।

দামুড়হুদায় ৭ কেজি ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ ১ মাদক কারবারি গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশের অভিযানে ৭ কেজি ২০০ গ্রাম গাঁজাসহ আরাফাত (২২) নামে এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ ঘটনায় থানায় একটি নিয়মিত মাদক মামলা রুজু করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার জনাব মোহাম্মদ রুহুল কবীর খান এর সার্বিক দিকনির্দেশনায়, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ জনাব শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন এর তত্ত্বাবধানে গত শনিবার সন্ধ্যায় মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ওই দিন সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটের দিকে দামুড়হুদা মডেল থানার এসআই মশিউর রহমান ডুগডুগি বাজার এলাকায় অবস্থানকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারেন, লোকনাথপুর হতে দর্শনাগামী রোডের পরানপুর অস্থায়ী পুলিশ চেকপোস্টের সামনে পাকা রাস্তার উপর কতিপয় ব্যক্তি অবৈধ মাদকদ্রব্য গাঁজা ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে অবস্থান করছে।

সংবাদ পেয়ে তিনি অফিসার ইনচার্জকে অবহিত করে সঙ্গীয় অফিসার-ফোর্সসহ রাত ৭টা ৫৫ মিনিটে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে কয়েকজন দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলে ধাওয়া করে একজনকে আটক করা হয়। আটককৃত আসামী হলো- আরাফাত (২২), পিতা- আনারুল সাং-

জুড়ানপুর (ক্লাবপাড়া), থানা-দামুড়হুদা, জেলা-চুয়াডাঙ্গা। এ সময় ৪/৫ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কৌশলে পালিয়ে যায়।

পরে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে আটককৃতের ব্যবহৃত একটি ব্যাটারি চালিত পাখি ভ্যানের চালকের বসার সিটের নিচে টুল বক্সের ভিতর বিশেষ কায়দায় লুকিয়ে রাখা হলুদ রঙের প্লাস্টিকের বস্তার ভেতর থেকে খাকি রঙের কস্টেপ ও সাদা পলিথিনে মোড়ানো ৭টি পোটলা গাঁজা উদ্ধার করা হয়। বস্তাসহ ৭টি পোটলায় মোট ওজন ৭ কেজি ২০০ গ্রাম। আসামি নিজ হাতে বের করে দিলে রাত ৮টা ১৫ মিনিটে টর্চলাইটের আলোতে জব্দ তালিকা মূলে তা জব্দ করা হয়।

এ সংক্রান্তে এসআই মশিউর রহমান বাদী হয়ে থানায় এজাহার দায়ের করলে অফিসার ইনচার্জ জনাব শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে একটি নিয়মিত মাদক মামলা রুজু করেন। পলাতক আসামিদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে থানা সূত্রে জানানো হয়েছে।

দামুড়হুদায় জাতীয় ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান উদ্বোধন

‘ডেঙ্গু নয়, প্রতিরোধই প্রধান—সচেতন হোন, সুস্থ থাকুন’ ও ‘পরিষ্কার পরিবেশ, সুস্থ সমাজ, গড়বো আমরা’ এই স্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় জাতীয় ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ৯টার দিকে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ চত্বরে এ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। অনলাইনে যুক্ত হয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

এ সময় উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম, উপজেলা স্বাস্থ্য ও

পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মোহাঃ মশিউর রহমান, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামছুজোহা পলাশ, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মন্টু মিয়াসহ প্রশাসনের কর্মকর্তা, জনপ্রতিনিধি, স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধন শেষে উপজেলা পরিষদ চত্বর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। পরে একটি র্যালি বের করা হয়।

উপজেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, ডেঙ্গুর প্রকোপ রোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। কর্মসূচিতে ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে জনসাধারণকে সচেতন করা হচ্ছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন বলেন, ডেঙ্গু প্রতিরোধে শুধু সরকারি উদ্যোগই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন সবার সম্মিলিত সচেতনতা। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশই পারে সুস্থ সমাজ গড়তে। অভিযান সফল করতে তিনি সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের সহযোগিতা কামনা করেন।

দামুড়হুদায় মাংসের বাজারে মূল্য তালিকা না টাঙানোয় দুই বিক্রেতাকে জরিমানা

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা মাংসের বাজারে মূল্য তালিকা না টাঙানোর অপরাধে দুই মাংস বিক্রেতাকে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা মাংসের বাজারে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

জরিমানাপ্রাপ্তরা হলেন কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের মৃত আজগর আলীর ছেলে আক্তার (৩৭) ও আরামডাঙ্গা গ্রামের ফকির মোহাম্মদের ছেলে আনারুল

(৪২)। দোকানে প্রকাশ্য স্থানে মাংসের মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯-এর ৩৯ ধারা অনুযায়ী তাদের প্রত্যেককে ২ হাজার টাকা করে মোট ৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম। এ সময় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা লীলিমা আক্তার হ্যাপী, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর নিয়ামত আলীসহ উপজেলা প্রশাসনের কর্মচারীরা।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম জানান, বাজার মনিটরিং ও ভোক্তা অধিকার নিশ্চিত করতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিয়ে অভিভাবক সমাবেশ

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে ২০২৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষার প্রস্তুতি ও শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১টার দিকে বিদ্যালয়ের হলরুমে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুনছুর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলম।

এ সময় বক্তারা বলেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শতভাগ বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ থাকতে হবে। সন্তান বিদ্যালয়ে আসার কথা বলে অন্য কোথাও

যাচ্ছে কি না, সে বিষয়েও অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তারা বলেন, নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে না। তাই এখন থেকেই মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনায় গাফিলতি করলে ফলাফল খারাপ হতে পারে। নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিয়মিত পড়াশোনা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. ইউসুফ আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাফিস আক্তার সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, বিএনপি নেতা পিয়ার মোহাম্মদ ও আব্দুল হক এবং যুবদল নেতা হুমায়ুন কবির ডাবলু।

এ ছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম।